১৯-০৬-১৬ প্রাত মুরলী ওম শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" মধুবন রিভাইসঃ ০৯-১০-৮১

"অন্তমুখীই সদা বন্ধনমুক্ত এবং যোগযুক্ত হয়"

আজ বাপদাদা নিজের সদা সহযোগী, সদা শক্তি স্বরূপ সদা মুক্ত এবং যোগযুক্ত এমন বিশেষ বাচ্চাদেরকে অমৃতবেলা থেকে বিশেষ রূপে দেখছিলেন। বাপদাদা প্রতিটি বাচ্চার দুটি বিষয়ের বিশেষত্ব দেখেছেন। প্রথমটি হল- কতখানি মুক্ত হতে পেরেছে, আর দ্বিতীয়টি হল- জীবনমুক্ত কতটা হতে পেরেছে। জীবনমুক্ত অর্থাৎ যোগযুক্ত। বাবার কাছেও বাচ্চাদের মনের সংকল্পের প্রতিটি সেকেন্ডের রেখা স্পষ্টভাবে দেখা দেয়, সেই রেখাগুলিকে দেখে বাপদাদা মিষ্টিভাবে হাসছিলেন আর বিশেষ একটি বিষয়কে দেখছিলেন, চিত্রে দুই প্রকারের লক্ষণ দেখলেন।

এক "সদা অন্তর্মুখী"। যার কারণে নিজেও সদা সুখের সাগরে মিশে থাকে এবং অন্য আত্মাদেরকেও সদা সুখের সংকল্প এবং ভাইব্রেশনের দ্বারা, বৃত্তি এবং বল দ্বারা, সম্বন্ধ এবং সম্পর্কের দ্বারা, সুখের অনুভূতি করায়।

দ্বিতীয় হল - "বাহ্যমুখী"। যা সদা বহির্মুখতার কারণে, বাহ্য অর্থাৎ ব্যক্ত ভাব ব্যক্তিরভাব-স্বভাব এবং ব্যক্ত ভাবের ভাইব্রেশন, সংকল্প, বোল এবং সম্বন্ধ, সম্পর্ক দ্বারা একে অপরকে ব্যর্থের দিকে টানতে থাকে, সদা অল্পকালের মুখের লাড্ডু খায় আর অন্যদেরও এটাই খাওয়ায়, সদা কোনো না কোনো প্রকারের চিন্তায় থাকে, আন্তরিক সুখ, শান্তি এবং শক্তি থেকে সদা দূরে থাকে, কখনো কখনো সামাণ্য ঝলক অনুভবকারী, এমন বাহ্যমুখীদেরকেও দেখলেন।

দীপাবলি আসছে তাই না! তো বিজনেস ম্যান তো নিজের অ্যাকাউন্টের খাতা চেক করবে। পুরানো খাতা নতুন খাতা দেখবে। বাবা কী দেখবেন ? বাবাও প্রত্যেক বাচ্চার পুরানো খাতা কতদূর সমাপ্ত হয়েছে, নতুন খাতায় নতুন কি কি জমা করেছে, অ্যাকাউন্টের খাতা চেক করবেন। তো বাবা আজ এই প্রভেদ দেখছিলেন। কেননা কালকেও বলেছি যে ব্রহ্মা বাবা কোন্ বিষয়ের জন্য অপেক্ষা করছেন। (উদঘাটনের) এই উদঘাটনের জন্য কি প্রস্তুতি নিচ্ছো ? কাউকে দিয়ে যখন উদঘাটন করাও তখন কি কি প্রস্তুতি নাও ? কোন্ জিনিসটিকে রাখো ? উদঘাটনের পূর্বে যে রিবন বা ফুল বাঁধো, সেটিকে কাঁচি দিয়ে কেটে উদঘাটন করা হয়। আর কাঁচিটিকে কোথায় রাখো ? ফুল দ্বারা সুসজ্জিত পাত্রের ওপরে। এর দ্বারা কি প্রমাণিত হয় ? বন্ধনমুক্ত হওয়ার আগে নিজেকে গুণরূপী ফুলের দ্বারা সম্পন্ন করতে হলে স্বতঃতই বন্ধনমুক্ত হয়ে যাবে। উদঘাটনের প্রস্তুতি তাহলে কি হল ? এক দিকে নিজেকে সম্পন্ন বানানো, কিন্তু সম্পন্ন বানানোর পূর্বে বহির্মুখীতার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। এমন ভাবে প্রস্তুত হয়েছো তো ? বাহ্যমুখিতার রস বাইরে থেকে বড়ই আকৃষ্ট করতে থাকে। সেইজন্য তাকে কাঁচি লাগাও। এই রসই সূক্ষ্ম বন্ধন হয়ে সফলতার লক্ষ্য থেকে দূরে নিয়ে যায়। প্রশংসিত হয়তো হয় কিন্তু প্রত্যক্ষতা এবং সফলতা প্রাপ্ত হবে না। সেইজন্য এখন উদ্ঘাটনের প্রস্তুতি নাও। যারা উদঘাটনের প্রস্তুতি নেয় তারা সদা ফুলের উদ্যানে বাপদাদার উদ্যানে(ফুলওয়ারি), ফুলগুলির বিশেষত্বের সৌরভ নিতে এবং সৌরভের ঘ্রাণ নিতে সদা তৎপর হবে। অর্থাৎ তাদের জীবন রূপী পাত্রে সদা ফুলই ফুল থাকবে। এইভাবে প্রস্তুত তো ? এতে নম্বর আনুযায়ী আগে কে যাবে ? মধুবনবাসী না দিল্লীবাসী ? এতে তোমরা একটি অতি গৌরবময় স্থান অর্জন করবে। বাপদাদার সাথে সাথে উদঘাটন করা- এর চেয়ে বড় ভাগ্য আর কি হতে পারে ?

যে সব আত্মারা সমান হবে তারাই বাপদাদার সাথে উদঘাটন করবে। এমন তো ভাবো না যে উদঘাটন করা মানে চিরকালের জন্য সূক্ষ্মবতনবাসী হওয়া বা মূলবতনবাসী হওয়া ! ব্রহ্মা বাবার সাথে মূলবতননিবাসী কি সবাই হবে নাকি অল্প কয়েক জনই হবে ? কি মনে হয় ? তোমরা তোমাদের সব সেবা স্থানগুলি ছেড়ে বাবার সাথে যাবে ? সাথে যাবে না থাকবে ?(সাথে যাবো)। আচ্ছা- ব্রহ্মাবাবা তো সূক্ষ্মবতনে গেছেন তাহলে তোমরা এখানে বসে গেলে কেন ? তো কি করবে ?(দাদীকে বললেন)(সাথেই যাবো) আচ্ছা- দিদি দাদী দুজনেই সাথে যাবে ? কি হবে? এও হল এক বিচিত্র রহস্য। তো মূল বিষয়টি হল - উদ্ঘাটনের জন্য প্রস্তুত তো ? নিমিত্ত সেবাধারীরা কি মনে করো ? কোনো আশা বাকি থেকে যায়নি তো ? (সঙ্গমযুগ ভালো লাগে)। বাপদাদাই তো চলে যাবেন, তাও থাকবে ? কতদিন পর্যন্ত থাকবে ? সাথে যারা যাবে তারা তো ধর্মরাজকে টাটা করবে, ধর্মরাজের কাছেই যাবে না। আচ্ছা- বাবা তো হিসাবের খাতাকে পরিষ্কার দেখতে চান। একটু আধটু পুরানো খাতাও অর্থাৎ বহির্মুখিতার খাতা, সংকল্প বা সংস্কার রূপে না থেকে যায়। সদা সর্ব বন্ধনমুক্ত এবং যোগযুক্ত, একেই বলা হয় 'অন্তর্মুখী'। বাপদাদা এই বহির্মুখিতার বায়ুমন্ডলকে সমাপ্ত করবার জন্য এই বছর বিশেষ ইশারা দিচ্ছেন। সেবা করো, খুব করো, কিন্তু বহির্মুখিতা থেকে অন্তর্মুখী হয়ে করো । তবে সেই সেবা হবে অন্তর্মুখিতার দ্বারা। সেবায় বাহ্যমুখিতায় বেশী চলে আসো বলে সেবা তো ভালো হয়, সেবাও অনেক করো বলে কেবল অনেক নাম হয়। বাবা খুব ভালো, তিনি হলেন উচ্চ থেকেও উচ্চ- এই প্রত্যক্ষতার সফলতা কম হয়। সেইজন্য বাহ্যমুখিতার রেজাল্ট হবে - প্রশংসা করবে কিন্তু প্রসন্নচিত্ত হতে পারবে না। 'বাবার হয়ে যাওয়া'ই হল প্রসন্নচিত্ত হওয়া।

এমন সদা অন্তর্মুখী, সদা প্রসন্নচিত্ত, অন্য আত্মাদেরকেও সদা প্রসন্নচিত্ত বানিয়ে থাকে, সদা নিজেকে গুণ সম্পন্ন, বাপ সমান, সদা সুখের সাগরে মিশে যাওয়া, সদা এক বাবা দ্বিতীয় আর কেউ নয়, এই ভালবাসাতেই মগ্ন থাকে- এমন শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণ স্নেহ-সুমন এবং নমস্কার।

দিল্লী জোন - বাপদাদার কাছে সব বাচ্চাই অতি প্রিয়। কেননা বাপদাদা বিশেষত্বের আধারে ড্রামা অনুসারে বিশেষ ভাবে নির্বাচন করে পরিবারের পুষ্প স্তবকে স্থান দিয়েছেন। এ যে চৈতন্য ফুলেদের পুষ্প স্তবক। প্রতিটি ফুলের বিশেষত্ব রঙ রূপ নিজস্ব। কোনো পুষ্প অধিক সুগন্ধযুক্ত, কারো রঙ রূপ পুষ্প স্তবককে সুসজ্জিত করবে, কিন্তু দুয়েরই তো প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কেবল গোলাপের পুষ্প স্তবক বানাও আর নানান ফুল দিয়ে স্তবক বানাও, কোনটা বেশী সুন্দর দেখাবে ? ভ্যারাইটিও তো চাই। তবে গোলাপের ফুলকে তো সবময় মাঝখানেই রাখবে আর অন্যান্য ফুলগুলিকে সাজানোর জন্য চারপাশে রাখবে। নিজেকে জিজ্ঞাসা করো যে আমি কে ? তা সে প্রত্যেকেই নিজেকে নিজে জানে। বাপদাদার বেহদের পুষ্প স্তবকের মধ্যে আমার স্থান কোথায় ? সেটাও তোমরা জান - কেননা স্তবকের মধ্যে রয়েছো যে। এটা তো নিশ্চিত তবেই তো মধুবনের মধ্যে এসেছো।

পান্ডব ভবনের পান্ডবরা করছে কি ? পান্ডবদের স্মরণিকাতেও তো এটাই জানতে চাওয়া হয়েছে না! পান্ডব কি করছে ? পান্ডব ভবন হল নেক্সট মধুবন। তো পান্ডব ভবন নিবাসী সার্ভিসের কি প্ল্যান বানাচ্ছো ? এমন সেবা করো যাতে সকলের নজর সেবার কারণে পান্ডব ভবনের প্রতি যায়, এটাই হবে নতুন ব্যাপার। এমন কোনো প্ল্যান বানিয়েছো ? পান্ডব ভবন হল বিশ্বের মধ্যে বিশেষ একটি ভবন। তোমরা বিশেষ ভি. আই. পি. প্লেস পেয়েছো, তো ভি. আই. পি. স্থান যখন তখন

ভি. আই. পি. সেবাও হতে হবে। দিল্লী হল ভি. আই. পি. দের নগরী এবং স্থানও হল ভি. আই. পি. আর সেবা যারা করবে তারাও হলে ভালো ভালো মহাবীর ভি. আই. পি. । তাহলে এখন কি করবে ? নিজের প্রতিদিনের দিনলিপিকে সেট করো। দেখো এখানে(মধুবনে) কত বড় বড় কাজ হয়, দিনলিপি পূর্ব থেকে নির্ধারিত হওয়ার কারণে চারিদিকের কাজে সফলতা পেয়ে যাচ্ছে। কাজের বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, কিন্তু দিনলিপি সেট হয়ে থাকার কারণে সব কাজই ঠিক মতো হয় সেদিকে কেবল খেয়াল রাখতে হয় তাদের। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নিজেদের ফিক্সড ডেইলি ডায়েরী বানাও, কেননা তোমরা হলে দায়িত্ববান আত্মা, সাধারণ আত্মা নও। তোমরা হলে বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মা। তো যত বড় ব্যক্তি হবে, তার দিনচর্যাও সেট থাকবে। বড় বড় ব্যক্তিদের চিহ্নই হল 'অ্যাক্যুরেট'। অ্যাক্যুরেটের উপকরণ হল দিনচর্যার সেটিং। এক জন ১০ জনের কাজ করতে পারে। সব কিছু সেট থাকলে সময় এবং এনার্জি বেচে যায়। ফলে একটি কাজের স্থানে ১০টা কাজ করা যায়। আচ্ছা- সদা সন্তুষ্ট আত্মা তো তোমরা ? সদা বাবার সাথে থাকা অর্থাৎ সদা সন্তুষ্ট। বাবা আর তুমি হলে সদা কম্বাইন্ড, তো এই কম্বাইন্ড শক্তি কত বড়, একটি কাজের জায়গায় হাজারটা কাজ করতে পারে। কেননা সহস্র ভুজাধারী তোমার সাথে রয়েছে যে।

২) সকলে সহজযোগী তো ? বাবার হয়ে যাওয়া অর্থাৎ সহজযোগী হওয়া। কেননা বাচ্চা অর্থাৎ ভাগ্যশালী। বাচ্চারা ছাড়া বাবার আছেই বা কি ! মা থাকলেও প্রাপ্তির আধার হলেন বাবা। ভালোবাসার সম্বন্ধ মা স্মরণে আসে আর প্রাপ্তির সম্বন্ধে বাবা স্মরণে আসবে। যোগ লাগাতে হবে না, না চাইলেও এক বাবাকে ছাড়া অন্য আর কেউই নজরে আসবে না। বাবার হওয়া মানেই সহজযোগী হওয়া। আচ্ছ- ওম শান্তি !

৩) সহজ পুরুষার্থী বা সহজযোগী বাচ্চাদের মূল লক্ষণগুলি-

১) সহজ পুরুষার্থী অর্থাৎ হিমালয় পর্বতসম আগত সমস্যা সমূহকেও উড়ন্ত কলার আধারে সেকেন্ডে পার করে সহজ প্রাপ্তকারী হবে।

২) সদা বর্তমান এবং ভবিষ্যতের প্রালব্ধ লাভের অনুভবী, তার কাছে প্রালব্ধ এমন স্পষ্ট ভাবে দেখা দেবে যেমন স্থূল নেত্র দ্বারা স্থূল বস্তু স্পষ্ট দেখা যায়।

৩) সহজ পুরুষার্থী প্রতি কদমে পদম থেকেও অনেক বেশী অর্জনের অনুবভ করবে। কোনো প্রকারের শক্তি থেকে, কোনো প্রকারের গুণের খাজানা থেকে, জ্ঞানের পয়েন্টের খাজানা থেকে, খুশী থেকে, নেশার থেকে তারা কখনো শূন্য থাকবে না।

৪) সহজ পুরুষার্থী কখনো চলার পথে রাস্তায় পড়ে যাবে না বা উঠোন বাঁকা বলে হোচটও খাবে না। তারা গাইড বা পান্ডা হয়ে সহজেই নিজে রাস্তা পার করবে ও অন্যকেও করাবে।

৫) তারা কেবল লাভে(Love) নয়, বরং লাভলীন হবে। লীন হওয়া মানেই হল অন্তর্লীন হয়ে থাকা। অন্তর্লীন হয়ে থাকা অর্থাৎ সমান হওয়া। তাঁরা সহজেই চারিদিকের ভাইব্রেশান থেকে বায়ুমন্ডল থেকে দূরে থাকে।

৬) সহজ পুরুষার্থী কখনো অমনোযোগী হতে পারে না। তারা সদা সর্বদা বাবার সঙ্গের অনুভব করবে। এমন সহজ পুরাষার্থীই সহজ যোগী জীবনের অনুভব করতে পারে। সহজ পুরুষার্থ অর্থাৎ অবহেলা নয়(মনোযোগী)।

প্রশ্নঃ- তোমরা শক্তি অবতার আত্মারা কোন্ কনট্র্যাক্টটি(চুক্তি) নিয়েছো ?
উত্তরঃ- বঙ্কিম পথকে সোজা বানানো অর্থাৎ কলিযুগকে সত্যযুগ বানানো, এটাই হল তোমাদের কনট্র্যাক্ট। তোমরা এটা বলতে পারো না যে কি করবো রাস্তাটা মসৃণ নয় যে। রাস্তাতে হঠাৎ পড়ে যাওয়া বা হোঁচট খাওয়ার অর্থই হল অ্যাটেনশনের অভাব রয়েছে।

প্রশ্নঃ- কী ধরনের বোল ব্রাহ্মণদের ভাষা হতে পারে না ?
উত্তরঃ- না চাইলেও হয়ে যায়। এই শব্দ মাস্টার সর্ব শক্তিমান আত্মারা বলতে পারে না। চাইছে এক আর করছে আরেক- তাকে শিবশক্তি বলা যাবে না। শিবশক্তি অর্থাৎ অধিকারী, অধীন নয়। অধীনতার বোল ব্রাহ্মণের ভাষা নয়।

প্রশ্নঃ- বাবাকে স্মরণের যে ভালোবাসা তা অগ্নির কাজ করে, কীভাবে ?
উত্তরঃ- অগ্নিতে কোনো জিনিজ দেওয়া হলে যেমন তার নাম, রূপ,গূণ বদলে যায়, তেমনি যখন বাবাকে স্মরণ করবার ঐকান্তিক ভালোবাসার অগ্নিতে পড়ো তখন পরিবর্তিত হয়ে যাও না ! মানব থেকে ব্রাহ্মণে পরিণত হও, এরপর ব্রাহ্মণ থেকে ফরিস্তা হয়ে যাও। তো পরিবর্তিত কীভাবে হলে ? ঐকান্তিক ভালোবাসার অগ্নির দ্বারা। নিজের বলতে আর কিছু নেই। মানব, আর মানব থাকেনা, ফরিস্তা হয়ে যায়। কাঁচা মাটির তালকে যখন ছাঁচে ফেলে আগুনে দেওয়া হলে যেমন ইট হয়ে যায়, তেমনই এরও পরিবর্তন হয়ে যায়। সেইজন্য এই স্মরণকেই জ্বালা রূপ বলা হয়। জ্বালামুখীও প্রসিদ্ধ, তো জ্বালাদেবী বা দেবতারাও প্রসিদ্ধ। আচ্ছা।

বরদানঃ- নির্বিকারী বা ফরিস্তা স্বরূপের স্থিতির অনুভবকারী আত্ম-অভিমানী ভব !
যে সব বাচ্চারা আত্ম-অভিমানী হয়ে ওঠে তারা সহজেই নির্বিকারী হয়ে যায়। আত্ম-অভিমানী স্থিতির দ্বারা মন্সা সেবাতেও নির্বিকারীভাবের ষ্টেজের অনুভব হয়। এইরূপ নির্বিকারী, যাকে কোনো প্রকারের ইম্পিউরিটি(অপবিত্রতা) বা ৫ তত্বের আকর্ষণ আকৃষ্ট করে না- তাদেরকেই ফরিস্তা বলা হয়। তার জন্য সাকারে থেকেও নিজের নিরাকারী আত্ম-অভিমানী স্থিতিতে স্থিত থাকো।

স্লোগানঃ- জীবনে অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করতে হলে বিশেষতঃ অমৃত বেলায় একান্ত প্রিয় হও।